প্রশ্ন 4 স্বাভাবিক অধিকার (Natural Right), মৌলিক অধিকার (Fundamental Right) এবং মানবাধিকার (Human Right) বলতে কী বোঝ? স্বাভাবিক অধিকার, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ কী? 2+2+2+4

◆ উত্তর

স্বাভাবিক অধিকার, মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার

জলহীন মাছ যেমন বাঁচতে পারে না তেমনই অধিকারহীন মানুষও বাঁচতে পারে না। মানুষ বাঁচতে চায়, তার বাঁচার জন্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চায়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন অনুকূল সুযোগসুবিধা। এই সুযোগসুবিধা যখন রাষ্ট্র বা সমাজ বা আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বীকার করে অনুমোদন করে, তখন তাকে বলা হয় অধিকার। অধিকার মানবসভ্যতার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ফসল। প্রকৃতিভেদে এই ক্রমবিবর্তনের ধারায়

Scanned with CamScanner

অধিকারের তিনটি রূপ লক্ষ করা যায়। তা হল—[1] স্বাভাবিক অধিকার (Natural Right), [2] মৌলিক অধিকার [Fundamental Right], [3] মানবাধিকার [Human Right]।

স্বাভাবিক অধিকার

যে অধিকার মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করেছে, যে অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, যে অধিকারের ওপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যা স্বাভাবিক, অপরিহার্য, চিরন্তন ও অবাধ, সেই অধিকারকে বলা হয় স্বাভাবিক অধিকার। যেমন—লকের মতে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার হল স্বাভাবিক অধিকার।

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার হল নাগরিকদের এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না এবং যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত এবং আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি হল—সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

মানবাধিকার

জাতিধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যে সমস্ত অধিকার কেবল জন্মসূত্রে মানুষ হওয়ার জন্যই পৃথিবীর সকল জনগণ ভোগ করার অধিকারী, সেই সকল অধিকারকে বলে মানবাধিকার। যেমন—প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার হল একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার।

স্বাভাবিক অধিকার, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সম্বন্ধ

এই তিনপ্রকার অধিকার মানুষের বাঁচার জন্য, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, এবং ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই তিনপ্রকার অধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। যেমন—

[1] **রাষ্ট্রীয় অনুমোদন সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকার উভয়ই মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে। এই অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন অপরিহার্য। এটি জন্মসূত্রে অর্জিত নয়।

[2] **সার্বিকতা সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকার হল সার্বিক, অর্থাৎ এই অধিকার রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না। পৃথিবীর সকল মানুষের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকার সমান।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকার সার্বিক নয়। কেন-না রাষ্ট্রভেদে মৌলিক অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হয়।

[3] **রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমোদন সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

অপরপক্ষে, মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। আর মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

[4] **হরণযোগ্যতা সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকার হরণযোগ্য নয়।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকার হরণযোগ্য। কোনো কোনো রাষ্ট্র জরুরি অবস্থায় তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

[5] **আইনের সমর্থন সংক্রান্ত পার্থক্য:** স্বাভাবিক অধিকার ও মানবাধিকারের পিছনে কোনো আইনের সমর্থন নেই।

অপরপক্ষে, মৌলিক অধিকারের পিছনে আইনের সমর্থন আছে।

মূল্যায়ন: সুতরাং, স্বাভাবিক অধিকারগুলি যখন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়, তখন তা মৌলিক অধিকারের স্তরে উন্নীত হয়। আবার স্বাভাবিক অধিকারগুলি যখন আন্তর্জাতিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি পায় তখন তা মানবাধিকারের মর্যাদা লাভ করে। তাই স্বাভাবিক অধিকার হল মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের ভিত্তি।

Scanned with CamScanner